পত্রাবলী ঃ অন্তরঙ্গ জীবনানন্দ

ডঃ নন্দদুলাল বণিক

এক ,

কবি জীবনানন্দ দাশ -এর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের এই সময়ে জীবনানন্দ চর্চার উল্লেখযোগ্য উপাদান ও উপকরণ জীবন ানন্দ-অনুরাগীপাঠক এবং গবেষক -এর হাতের মুঠোয় এসেছে । লেখা হয়েছে তাঁর জীবনী, একাধিক খণ্ডে সঙ্কলিত হয়েছে তাঁর গল্প -উপন্যাস-কবিতা, প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রচনাবলী বিষয়ে গবেষণা-নিবন্ধ। কিন্তু সৃজনশীল এই মানুষটির লেখ া চিঠিপত্রের অল্পই আমাদের হাতে এসেছে ।১

একজন কবি কিম্বা একজন সাহিত্যিকের অন্তরঙ্গ জীবনের পরিচয় জানা যায় তাঁর লেখা ডায়েরি, আত্মজীবনী অথবা চিঠিপত্র থেকে । তিনি যা সৃষ্টি করেন, অথাৎ তাঁর শিল্পসাহিত্যও তাঁকে জানার পক্ষে অবশ্যই সহায়ক হয়ে থাকে, কিন্তু ত াতে থাকে একটা আবরণ ,যার মধ্য দিয়ে স্রষ্টার অন্তরঙ্গ জীবনকে স্পর্শ করা যায় না । তবে একাজটি হতে পারে চিঠিপত্রের মাধ্যমে, কেননা চিঠিপত্রে ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য-জীবনের অনেক ঘটনা, ভাবনা-চিন্তা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা মুদ্রিত থাকে । তাই দেখতে পাই ,আত্মজীবনী রচনায় রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্ন পত্রাবলী'র কয়েকটি পত্রের (আত্মপরিচয় -এর প্রথম নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) দৃষ্টান্ত রেখেছেন । এমনকি এ .সি. ব্রাডলের Oxford Lectures on Poetry —র একটি ভাষণের শিরোনাম ,The Letters of Keatsজীবনানন্দ দাশ-পত্রাবলীও বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এবং গুত্বপূর্ণ । তাঁর অন্তরঙ্গজনদের উপলব্ধি কেমন, জীবনানন্দ দাশ- এর চিঠিপত্র সম্বন্ধে?

জীবনানন্দর মৃত্যুর পরে তাঁর সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু ঃ ''জীবনানন্দর স্বভাবে একটি দুরতিক্রম্য দূরত্ব ছিলো । যে অতিলৌকিক আবহাওয়া তাঁর কবিতার, তাই যেন মানুষটিকে ঘিরে থাকতো সবসময়--- তার ব্যবধান অতিক্রম করতে ব্যক্তিগত জীবনে আমি পারিনি, সমকালীন অন্য কোনো সাহিত্যিকও না । এই দূরত্ব তিনি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন ...কখনো এলে বেশিক্ষণ বসতেন না, আর চিঠিপত্রেও তাঁর সেই রকম স্বভাব সংকোচ ।''২

'পূর্বাশা'র সম্পাদক, কবির অন্যতম সুহৃদ সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখেছিলেন ''চিঠিতে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ কবি ছিলেন তিনি । তাঁর চিঠি পেলে মনে হত ,সব সময় তিনি কবিতার কথা ভাবেন । এমন ত কেউ ভাবেন না--রবীন্দ্রনাথেরও অন্যান্য ভাবনা আছে কিন্তু কবিতার দুর্ভাবনা ছাড়া কি এই ব্যক্তিটির ভাববার মতো আর কোন বস্তু নেই। ভাবতাম জীবনানন্দর চিঠি পড়তে পড়তে ।''

কবিতার ভাবনায় মগ্ন কবিকে আবিষ্কার করতেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, জীবনানন্দ-র চিঠি পড়তে পড়তে, তার কারণ বুঝি-বা ব্য াখ্যা করেছেন জীবনানন্দ এইভাবে ''কবিতা ও জীবন একই জিনিসের দুই রকম উৎসারণ , জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে , কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তা কিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয়না কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক স ান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা-মনীষা শান্তি বোধ করে... ।''৪

দুই

জীবনানন্দ-র পত্রগুলি কে তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করা হচ্ছে ১. একান্ত ব্যক্তিগত ,২.কাব্য- সাহিত্য ভাবনাযুক্ত এবং ৩. মিশ্র।

ব্যক্তিগত পত্রগুলির মধ্যে মানুষ জীবনানন্দ -র পরিচয়টি চোখে পড়ার মতো। মা'র কাছে লেখা চিঠিতে পুত্রের সমস্যার কথা আছে, সেখানে তিনি (কবি) পরিবারের সকলের কুশল -সংবাদের জন্য উদ্‌গ্রীব । বোনের কাছে লেখা চিঠিতে পুত্রকে নিয়ে পিতার দুশ্চিন্তার কথা আছে, প্রিয় ব্যক্তির কাছে নিজের আর্থিক অসুবিধার কথা জানিয়ে অর্থ -সাহায্যের জন্য আবেদন আছে, এরকম অনেক তথ্য। জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন

'মা, তোমার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি ।.... খুকির শরীর কেমন আছে? তার নাকি দাঁত থেকে ব্লিডিং হয়েছিল খুব বেশি । আশাকরি এখন ভাল আছে । চিঠির উওর পাইনি ।.. ।'৫

'খুকি, তোমার চিঠি যথা সময়ে পেয়েছি । আমার খুব গা ব্যথা ও অসুস্থতা হয়েছিল সেজন্য তোমাকে লিখতে পারিনি। রঞ্জুদের resultবেরিয়ে গেছে.....রঞ্জু3rd division এ পাশ করেছে। ভেবেছিলাম যে অন্ততঃ 2nd divisionহবে। এটা বড্ড লজ্জাজনক হ'ল । ও এত বেশি কাঁচা ওএত বেশি ফাঁকি দিয়েছে যে কি আর হবে ।... ।'৬

'প্রিয়বরেষু আশা করি ভালো আছেন । বেশি ঠেকে পড়েছি,সেজন্য বিরক্ত করতে হল আপনাকে । এখুনি চার- পাঁচসো টাকার দরকার; দয়া করে ব্যবস্থা কন । এই সঙ্গে পাঁচটি কবিতা পাঠাচ্ছি । পরে প্রবন্ধ ইত্যাদি (এখন কিছু লেখা নেই)পাঠাব। আমার একটা উপন্যাস (আমার নিজের নামে নয়-- ছদ্মনামে) পূর্বাশায় ছাপতে পারেন, দরকার বোধ করলে পাঠিয়ে দিতে পারি । আমার জীবন স্মৃতি আশ্বিন কিংবা কার্ত্তিক থেকে মাসে মাসে লিখব । সবই ভবিষ্যতে ; কিন্তু টাকা এক্ষুনি চাই ,---- আমাদের মতো দুচারজন বিপদগ্রস্ত সাহিত্যিকের এরকম দাবি গ্রাহ্য করবার মতো বিচার বিবেচনা অনেক দিন থেকে আপনারা দেখিয়ে আসছেন ---সেজন্য গভীর ধন্যবাদ। লেখা দিয়ে আপনার সব টাকা শোধ করে দেব ---না হয় ক্যাশে। ক্যাশে শোধ করতে গেলে ছ'সাত মাস (তার বেশি নয়) দেরি হতে পারে ।....'৭

জীবনানন্দ দাশ জীবদ্দশাতেই গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু তখন তা অজ্ঞাত ছিল। আর জীবনস্মৃতি লেখা সম্ভব হয়নি তাঁর অকালমৃত্যুর জন্য ।

বন্ধুমহলে অন্তর্মুখী হিসাবে চিহ্নিত হলেও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাছে যে কয়েকখানি চিঠি লিখেছিলেন জীবনানন্দ,তার মধ্যে কবিপ্রাণের আবেগপূর্ণ আত্মমোচনের প্রয়াস দেখা যায় । অচিন্ত্যকুমার -এর গল্প কবিতার অনুরাগী পাঠক ছিলেন জীবনানন্দ । তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন অচিন্ত্যকুমার-এর রচনা-সৌন্দর্যে । তিনি কামনা করেছেন উভয়ের বন্ধুত্বের স্থায়িত্ব ঈশ্বরের কাছে। এই সম্পর্কের মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন 'অন্তঃশীল অমলতা'। নিজেকে সমালোচনা করে বন্ধু অচিন্ত্যকুমারকে লিখেছেন 'তুমি নিজেকে আমার নিকটে আনতে পেরেছিলে, এইটেই তোমার বিশেষ গুণ। আমার দোষ সহজে আমি কাউকে ধরা দিতে পারি না '।৮ বরিশাল থেকে অচিন্ত্যকুমার-এর কাছে লেখা একখানি চিঠিতে ফুটে উঠেছে রূপসীবাংলার নিসর্গ-সৌন্দর্য -মুগ্ধ কবি-হৃদয়ের আবেগবিহ্বল চিত্র

আষাঢ় এসে ফিরে যাচ্ছে , কিন্তু বর্ষণের কোনো লক্ষণই দেখছিনে । মেঘমালা দূর দিগন্ত ভরে ফেলে চোখের চাতককে দুদণ্ডের তৃপ্তি দিয়ে যাচ্ছে । তারপরই আবার আকাশেরcernnlean vacancy । ডাকপাখির চিৎকার ,গাঙচিল শালিকের পাখার ঝটপট, মৌমাছির গুঞ্জরণ ----উদাস অলস নিরালা দুপুরটাকে আরো নিবিড় ভাবে জমিয়ে তুলছে । চারদিকে সবুজ বনশ্রী, মাথার উপর সফেদা মেঘের সারি, বাজপাখির চক্কর আর কান্না। মনে হচ্ছে যেন মভূমির সবজিবাগের ভেতর বসে আছি , দূরে দূরে তাতার দস্যুর হুল্লোড়। আমার তুরাণী প্রিয়াকে কখন যে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি

।.....'৯

এইপত্রটিতে রোমান্টিক স্বপ্ন-কল্পনার পাশাপাশি জীবনানন্দর হতাশাবোধের সহজ অভিব্যক্তিও লক্ষ্য করা যায়। 'বেদ ান্তের দেশে জন্মেও কায়াকে ছায়া বলা তো দূরের কথা, ছায়ার ভেতরই আমি কায়াকে ফুটিয়ে তুলতে চাই'---এরূপ সঙ্কল্প থাকলেও, হতাশা ও বিষাদক্লিষ্ট জীবনানন্দ-র বুকের রক্তে যেন ভেজা এই কথাগুলি 'স্পষ্ট হদিস পাচ্ছি আমার এই টিমটিমে কবি-জীবনটি দপ করেই নিবে যাবে; যাকগে---আপসোস কিসের? আপনাদের নবনব সৃষ্টির রোশনায়ের ভেতর আলো খুঁজে পাব তো---আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে চলবার আনন্দ থেকে বঞ্চি ত হব না তো। সেই তো সমস্ত ।আমার হাতে যে-বাঁশী ভেঙে যাচ্ছে--গেছে, বন্ধুর মুখে তা অনাহত বেজে চলেছে--আমার মেহেরাবে বাতি নিবে গেল, বন্ধুর অনির্বাণ প্রদীপে পথ দেখে চললুম --এর চেয়ে তৃপ্তির জিনিস আর কি থাকতে পারে ।'১০

'আমার মেহেরাবে বাতি নিবে গেল'-- আশাভঙ্গের এরূপ অভিজ্ঞতা যাঁর, অকপট তাঁর এই কাব্যবাণী গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত; আমাকে কেন জাগাতে চাও?'

তিন

কাব্যভাবনা , সাহিত্যের আদর্শ , সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্ক, কাব্যসাহিত্য সমালোচনার মানদণ্ড , শিল্প জিজ্ঞাসা ইত্যা দি বিষয়ে অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরির কাছে লেখা চিঠিপত্র ।প্রকৃত অর্থে এই পত্রগুলিও একান্তভাবেই ব্যক্তিগত, এখানেও কবি জীবনানন্দর সুখ দুঃখের অনুসঙ্গের সন্ধান আমরা পাই । বিশেষত, নিজের কাব্যসম্পর্কে রবীন্দ্রন াথ ওপ্রমথ চৌধুরীর অভিমত জানার জন্য যে তীব্র ব্যাকুলতা জীবনানন্দ প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁর অনেক স্বপ্ন অনেক বিশ্বাস মিশে আছে । 'The Letters of Keats ভাষণে ব্রাডলে বলেছেন Keats was by nature both dreamer and poet, and his ambition was to become poet pure and simple .১১ জীবনানন্দ দাশের কবিস্বভাবেও ছিল স্ব প্নময়তা,এবং তিনি হতে চেয়েছেন বিশুদ্ধ চেতনার কবি --'become poet pure '।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী সুমহান শিল্পী- ব্যক্তিত্বে জীবনানন্দ-র চেতনায় ধ্রুপদী চরিত্রে পরিণত হয়েছিলেন ।তাঁর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ,'আধুনিক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও মনীষী '।এবং রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যসৃষ্টি ও জীবন পৃথিবীর ইতিহাসে এক গভীর বিস্ময় ও গরিমার জিনিস।' 'ঝরাপালক' এবং'ধূসর পাণ্ডুলিপি'--- এই কাব্যগ্রন্থ দু'খানি জীবনানন্দ পাঠিয়েছিলেন অনেক প্রত্যাশা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে, রবীন্দ্রনাথ কতৃক আলোচনার জন্য। জীবনানন্দের মনে হয়েছিল তাঁর 'ধূসর প াণ্ডুলিপি' বই -এর 'কবিতাগুলোর একটা নিজস্বsoul' রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের পত্রে তা উল্লিখিত হবে । আর সেটাই হবে কবি জীবনানন্দ -র প্রকৃত মূল্যায়ন ।জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন

'প্রায় নয় বছর আগে আমি আমার প্রথম কবিতার বই একখানা আপনাকে পাঠিয়েছিলুম। সেই বই পেয়ে আপনি আম াকে চিঠি লিখেছিলেন; চিঠিখানা আমার মূল্যবান সম্পদের মধ্যে একটি।..

আমার এই বই-- এই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আপনাকে পাঠালাম একখানা ।মাঝে মাঝে ছাপার ভুল আছে ---আরো ত্রুটি - বিচ্যুতি রয়েছে । কিন্তু তবুও আমার মনে হয় বইয়ের কবিতাগুলোর একটা নিজস্ব soulরয়েছে। সাহিত্যের বিষয়বস্তু চিরন্তন, কিন্তু প্রকাশের বৈশিষ্ট্য বিশেষ বিশেষ রূপের জন্ম দেয় । কোনো কোনো রূপ ---যেমন রবীন্দ্রকাব্য, ওয়ার্ডসওয় ার্থ বা শেলীর কবিতা অথবা শেকসপীয়র এর রচনা অনবদ্য হয়ে থাকে।.. কালিদাস তাঁর মেঘদূতে বলেছিলেন শ্রেষ্ঠ জনের কাছে দাবি জানাতে হয়; তাঁরা মানুষের আন্তরিক দাবির সম্মান রক্ষা করেন । আমিও আজ একটি মস্ত বড় দাবি নিয়ে আপনার কাছে হাজির হয়েছি আপনি যদি একটু সময় ক'রে এই বইটা পড়ে দেখেন--ও তারপর বিশদভাবে আম

াকে একখানা চিঠি লেখেন তাহলে আমি খুব উপকৃত বোধ করব। বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার জন্য আপনাকে অনুরো ধ করছি বলে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আগেই বলেছি আমার আজকের দাবিটা খুব মস্ত বড়, এবং সবচেয়ে মহৎজনের ক াছে।১২

প্রমথ চৌধুরীর কাছেও জীবনানন্দ পাঠিয়েছিলেন একখানা 'ধুসর পাণ্ডুলিপি '। প্রমথ চৌধুরীকে প্রেরিত পত্রে তিনি লিখেছিলেন

'তৃপ্তি দিক,---অতৃপ্তি দিক ,----আমার কাব্যে কোনো গুণ থাকুক বা অনেক দোষ থাকুক, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পড়ে আমার সম্পর্কে আপনার যা মনে হয়েছে সে সম্বন্ধে একটি বড় প্রবন্ধ লিখলে আমি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করবো। আম ার 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেক অনেক হৃদয়গ্রাহী মতামত প্রকাশ করেছেন কিন্তু তবু সে সব সমালোচনা নয় । সেই 'সবুজ পত্রে'র দিন থেকে জানি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয় সমালোচক হচ্ছেন আপনি ।'১৩

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র বিস্তৃত সমালোচনা ক'রে প্রমথ চৌধুরী জীবনানন্দ-র অশান্ত অতৃপ্ত হৃদয়ে শান্তি এনে দিয়েছিলেন? দেখা যায় , প্রমথ চৌধুরীও জীবনানন্দের অনুরোধ রাখতে পারেননি । তাঁকে লিখতে হয়েছে জীবনানন্দর পত্রের উত্তরে 'তোমার চিঠি পেলুম। তোমার কবিতার বইয়ের বিষয় যে কিছু লিখতে পারিনি তার কারণ ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম ।...আর একটি উপদ্রবের মধ্যে আছি। 'বীণাবাই' লিখে আমি হঠাৎ বড় লেখক হয়ে উঠেছি'। ফলে কলকাতার সাহিত্যিকরা নিত্য আমার কাছে একটি গল্প চান'।১৪ পমথ চৌধুরীর এই স্বীকারোক্তির মধ্যে নিশ্চয়ই আন্তরিকতার অভাব নেই, বিশেষত তিনি যখন জানেন, তাঁর 'বীণাবাই', 'চার ইয়ারী কথা',প্রবন্ধ সমালোচনা, সনেট ইত্যাদি স্নেহাকাঙ্খী জীবন ানন্দকে মুগ্ধ করেছে। জীবনানন্দ জানিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরীকে 'রবীন্দ্রনাথের অলংকারবহুল গদ্যসাহিত্য পরিশেষে মনের ভিতর অবসাদের সৃষ্টি করে । আপনার স্ফটিকের আলোর মত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার গদ্য প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে এক অবর্ণনীয় জিনিষ বলে মনে হয়'।১৫ বরিশাল, সর্বানন্দভবন থেকে, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত-র নিকট লেখাপত্রে (৬.৫.'৪৫) দেখতে প াই , 'মহাপৃথিবী' একখানা পাঠাবেন জীবনানন্দ, এবং 'রিভিয়ু প্রবন্ধাকারে--- ছোট হলেও ---করলে ভালো হয় ।'এই অনুরোধও জীবনানন্দ-র। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত কবির অনুরোধ রেখেছিলেন ।

জীবনানন্দ-র 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'হৃদয়গ্রাহী মতামত' জানালেও তা বড়ো সংক্ষিপ্ত, খুবই নৈর্বক্তিক। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন জীবনানন্দকে 'তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুসি হয়েছি । তোমার লেখায় রস আছে , স্বকীয়তা অ াছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে ।'১৬ রবীন্দ্রনাথের এই কথায় আন্তরিকতার অভাব নেই, কিন্তু এই কি 'ধূসর প াণ্ডুলিপি'র জীবনানন্দ-অভিপ্রেত আলোচনা? জীবনানন্দ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে 'এই বইয়ের কবিতাগুলোর একটা নিজস্ব soulরয়েছে ।'

জীবনানন্দর পত্র থেকে জানা যায় , তাঁর প্রথম কাব্য'ঝরা -পালক' পাঠিয়েছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন 'তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই । কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহসিত করে । বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে । যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে ।১৭ রবীন্দ্রনাথের এরূপ মন্তব্যে আব্দুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন 'একটু অবাক লাগে যে, যে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সবাইকে অনুমোদন ও সমর্থন করেন, যেন তিনিই জীবনানন্দকে একটু কঠিন ভ াষাতেই ধমকে দেন ।'১৮ তবে রবীন্দ্রনাথের এরূপ মন্তব্যের অভিঘাতে জীবনানন্দ লিখেছিলেন এই অবিস্মরণীয় পত্রখানি, যাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি জীবনানন্দের হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ঝরে পড়েছে এবং আত্মমোচন ঘটেছে স্রষ্টা জীবনানন্দ-এর । উন্মোচিত হয়েছে মহৎ সৃষ্টির নেপথ্যলোক। জীবনানন্দ লিখেছেন

‘ আপনার স্নেহাশীষ লাভ করে অন্তর পরিপূর্ণ হয়েউঠেছে । আজ-কালকার বাংলাদেশের নবীন লেখকদের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এই যে তাদের মাথার উপরে স্পষ্ট সূর্যালোকের মত আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীকে তারা পেয়েছে । এত বড় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হোলে যতখানি গভীর নিষ্ঠার দরকার দেবতা পূজারীকে কখনও তার থেকে বঞ্চিত করেননা। কিন্তু এ দানকে ধারণ করতে হলে যে শক্তির প্রয়োজন তার অভাব অনুভব করছি । অক্ষম হোলেও শক্তির পূজা করা এবং শক্তির আশীর্বাদ ভিক্ষা করা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা ।....

পত্রে আপনি যেকথা উল্লেখ করেছেন সেই সম্পর্কে দু’একটি প্রশ্ন মনে আসছে। অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখে বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনও আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হয়ে ওঠেন --পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হ’য়ে কখনও তিনি ঘুরতে থাকেন । কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিংবা এই জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা তো মনে হয় না। প্রাচীন গ্রীকরা ‘সিরিনিটি’ জিনিসটার খুব পক্ষপাতি ছিলেন । তাঁদের কাব্যের মধ্যেও এই সুর অনেক জায়গায় ফুটে উঠেছে । কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরনের সুর আছে ,সে কাব্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না । দান্তের ডিভাইন কমেডির ভেতর কিংবা শেলীর ভেতর সিরিনিটি বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এঁদের রচনার ভেতর আছে বলে মনে হয় না। আমার মনে হয় বিভিন্ন রকমের বেষ্টনীর মধ্যে এসে মানুষের মনে নানা সময়ে নানারকম ‘মুডস্’ খেলা করে। সে ‘মুড’ গুলোর প্রভাবে মানুষ কখনও মৃত্যুকেই বঁধু বলে সম্বোধন করে, অন্ধকারের ভেতরেই মায়ের চোখের ভালোবাসা খুঁজে পায়, অপচয়ের হতাশার ভেতরই বীণার তার বাঁধবার ভরসা রাখে । যে জিনিস তাকে প্রাণবন্ত করে তোলে অপরের চোখে হয়তো তা নিতান্তই নগণ্য। তবু

তাতেই তার প্রাণে সুরের আগুন লাগে ,---সে আগুন সবখানে ছেয়ে যায়। ‘মুড’ --এর প্রক্রিয়ায় রচনার ভেতর এই যে সুরের আগুন জ্বলে ওঠে তাতে ‘সিরিনিটি ’ অনেক সময়েই থাকেনা ---কিন্তু তাই বলেই তা সুন্দর স্থায়ী হয়ে উঠতে পারবে না কেন বুঝতে পারছিনা।

সকল বৈচিত্র্যের মতো সুরবৈচিত্র্যও আছে সৃষ্টির ভেতর।... আমার তাই মনে হয়, রচনার ভেতর যদি সত্যিকারের সৃষ্টির মর্যাদা থাকে তা হোলে ভেতরকার বিশিষ্ট সুরের প্রশ্নটি হয়তো অবহেলাও করা যেতেপারে। শান্তি বা সিরিনিটির সুরে কবিতা বেঁধেও সত্যিকারের সৃষ্টির প্রেরণার অভাব থাকলে হয়তো তাও নিষ্ফল হয়েযায় ।’১৯

জীবনানন্দ-র সমগ্র পত্রধারায় এই পত্রখানি এক অসাধারণ অন্তরঙ্গ অভিব্যক্তি। সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বিষয়ে এখানে তিনি যা বলেছেন , শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির নেপথ্য অন্তঃপ্রেরণার যে ভূমিকার কথা বলেছেন, তাতে ধ্রুপদী মননের স্বরূপ ধরা পড়েছে ।

অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির (এখন আর অজ্ঞাত নয় । জানা গিয়েছে এই ব্যক্তির নাম প্রভাকর সেন) কাছেও জীবনানন্দ জানিয়েছিলেন, কবিতা রচনায় তিনি ‘অন্তঃপ্রেরণা’ স্বীকার করেন। জীবনানন্দ লিখেছেন ‘ কবিতা রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারা যায় এই যখনই ‘ভারাক্রান্ত’ এই সমস্ত ভাবটা বিভিন্ন আঙ্গিকের পোষাকে ততটা ভেবে নিতে পারিনা, যতটা অনুভব করি,--- একই এবং বিভিন্ন সময়ে। অন্তঃপ্রেরণা আমি স্বীকার করি।”২০ জীবনানন্দ--অনুরাগী ঐ ব্যক্তির কৌতূহল মেটাবার জন্য জীবনানন্দ আরও জানিয়েছিলেন ‘আমার কাব্যপ্রেরণার উৎস নিরবধি কাল ও ধূসর প্রকৃতি চেতনার ভিতর রয়েছে বলেই তো মনে করি। তবে সে প্রকৃতি সব সময়ই যে ‘ধূসর ’ তা হয়তো নয় ’। ২১ সময় - চেতনাও কবির কাছে ‘একটি সঙ্গতি-সাধক অপরিহার্য সত্যের মত’, আবহমান মানবসমাজকে প্রকৃতি ও সময়ের পটভূমিকায় রেখে কবিতা লেখা, লিরিক কবি হিসাবে নিজের অন্তঃপুরের শুদ্ধতা অনুভবের আনন্দ, কবিতার ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণের জন্য পাণ্ডিত্য নয় ,প্রয়োজন প্রজ্ঞার --রসিকের সহজবোধ, বঙ্কিম --রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যর ঐতিহ্যের মধ্যেও কল্লোল-অ

ান্দোলনের প্রয়োজন ছিল ---এরকম বিশ্বাস ও ভাবনার কথা জীবনানন্দ বলেছেন প্রভাকর সেন -এর কাছে লেখা পত্রে।

'আত্মরতি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন জীবনানন্দ নিজের সম্পর্কে । জানিয়েছেন ,উপন্যাস, কাব্যনাটক, আত্মজীবনী, আদর্শ সমালোচনা ইত্যাদি তিনি লিখবেন। তাঁর কবিতা বিষয়ে চারদিকের অস্পষ্ট ধারণা ভাঙার জন্য একটি সুচিন্তিত বড়ো প্রবন্ধ লিখবার ইচ্ছাও ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু এপ্রবন্ধ তিনি লিখে উঠতে পারেননি । তবে তাঁর কবিতার জগতে প্রবেশের উপায় তিনি উল্লেখ করে গিয়েছেন এই কথায়

'নিরুক্ত ও পূর্বাশা-র সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য মনে করেন আমার শেষের দিকে কবিতায় আমায় পারিপার্শ্বিক চেতনা প্রৌঢ় পরিণতিলাভ করেছে । এ পারিপার্শ্বিক অবশ্য সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে । কিন্তু আরো দুচার রকম চেতনা আছে, আজো যাদের কবিতায় শুদ্ধ করে নির্ণয় করে দেখতে আমি ভালোবাসি । সমাজ যত বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও কল্যাণকৃত হোক না কেন প্রেম, প্রকৃতি, সৃষ্টি -প্রপঞ্চ সম্পর্কে শেষ আত্মপ্রসাদ কোনো ঐকান্তিক কবি বা মনীষীর জীবনে ঘটে কি ? ঘটেনি তো আমার জীবনে। সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কেও আমার কবিতা চেতনা হয়তো দেখিয়েছে, আরো বড় চেতনায় উত্তরপ্রবেশ চেয়েছে, কিন্তু সেই জ্ঞানদৃষ্টি কি পেয়েছে যা সমাজকে নতুন পথ দেখাতে পারে ?'২২ নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে নির্মোহ হতে পারলেই এরকম প্রশ্ন রাখা যায়।

চার.

তৃতীয় পর্যায়ের চিঠিপত্রে রয়েছে কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ, প্রুফ ইত্যাদি বিষয়ে নিজের অভিমত, নতুন কর্মের সন্ধান, নির্ঝঞ্ঝাট স্থায়ী বাসস্থানের জন্য ব্যাকুলতা, শারীরিক অসুস্থার জন্য বেদনাবোধ, তরুণ কবিদের জন্য পরামর্শ , অধ্যাপনা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সে সবের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মতামত ---এরকম অনেক বিষয় ।২৩ এগুলির মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ দাশকে আর এক মাত্রায় দেখতে পাই। বুঝতে পারি , 'হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা ', তিনি তীরের প্রত্যাশী ।

পরিশেষে , জীবনানন্দদ-র চিঠিপত্র থেকে জানা যায়, তিনি কোনো কোনো চিঠিপত্রকে বলেছেন 'শুদ্ধতর চৈতন্যের জিনিস', কিন্তু আবার 'নেহাৎ লোকাচারের ব্যাপার'। যেগুলি 'শুদ্ধতর চৈতন্যের জিনিস ', যেমন রবীন্দ্রনাথ কিম্বা অচিন্ত্যকুমারের নিকটে লিখিত, কিম্বা প্রভাকর সেনের প্রতি নির্দিষ্ট , তাতে কবি জীবনানন্দ-র যে মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গেল তা তুলনীয় হতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলী'র কোনো কোনো পত্র বা পত্রাংশের সঙ্গে, এবং বিশেষভাবে কীট্সের চিঠিপত্রের সঙ্গে। কীট্সের মতো জীবনানন্দেরও ধ্যানের বিষয় ছিল কবিতা--একমাত্র কবিতা। কীট্স যেমন তার কবিতা-বিষয়ে উচচ ধারণা পোষণ করেছেন এবং তা ব্যক্ত করেছেন চিঠিপত্রে, ব্রাডলের কথায় He never dreamed of being a minor poet. He knew that he was a poet; sometimes he hoped to be a great one'২৪জীবননানন্দও অনুরূপ মানসিকতার পরিচয় রেখেছেন তাঁর চিঠিপত্রে । কাব্য সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এগুলি তাঁর বিশেষ অবদান।